গাংনীতে ব্যাডমিন্টন খেলতে খেলতেই মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়লো যুুবক

গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামে ব্যাডমিন্টন কোর্টে খেলতে খেলতেই মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়লো কলেজ ছাত্র গিয়ে তামিম রেজা (২০)।

তামিম করমদী গ্রামের পশ্চিম পাড়া এলাকার নাসির উদ্দীনের ছেলে ও স্থানীয় করমদি ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র।
মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে করমদী গ্রামে জহরুল ইসলাম, আশিক, উবায়দা, শাকিবসহ অন্যান্যদের অন্যান্য বন্ধুদের সাথে ব্যাডমিন্টন খেলতে গিয়ে তামিমের মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা জানান, তামিম ব্যাডমিন্টন খেলার সময় অসুস্থ্য হয়ে কোর্টেই হঠাৎ লুটিয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় সন্ধানী হাসপাতালে নিলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সন্ধানী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার নুরে আলম জানান, স্ট্রোক জনিত কারণে তামিমের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

মেহেরপুরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ব্যাংক কর্মকর্তার মৃত্যু

মেহেরপুরে সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম (৫৮) অফিসিয়াল দায়ীত্ব পালনকালিন সময়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)।

মনিরুল ইসলাম সদর উপজেলার আমঝুপি দক্ষিণপাড়া এলাকার মৃত রহিম মন্ডলের ছেলে। সে সোনালী ব্যাংক মেহেরপুর শাখায় সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ব্যাংক সূত্র জানায়, বেলা সোয়া তিনটার সময় কাজ করতে করতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন মনিরুল ইসলাম। এসময় ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তাকে নিয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তৃব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

মনিরুল ইসলামের স্ত্রী, ৩ ছেলে, সহকর্মী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও অসংখ্য গুনগ্রাহী রয়েছেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল থেকে তার পরিবারের লোকজন মরদেহ নিয়ে বাড়িতে যান। এই অকাল মৃত্যুতে তার পরিবার ও ব্যাংক শাখায় শোকের ছাঁয়া নেমে এসেছে।

দামুড়হুদা পানিতে ডুবে শিশু রাফিয়ার মৃত্যু

দামুড়হুদার জয়রামপুর পুকুরের পানিতে ডুবে রাফিয়া নামের আড়াই বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ৮ টার দিকে উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর মাঠপাড়া (নোয়াখালী পাড়ায়) এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাফিয়া উপজেলার জয়রামপুর নোয়াখালী পাড়ার রফিকের মেয়ে ।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নিহত রাফিয়া তার মায়ের আঁচল ধরে বার বার টানে এবং মা মা বলে বাড়ির সামনে বাড়ির উঠানে খেলা করছিল। সে সময় নিহত রাফিয়ার মা উঠান ঝাড়ু দিচ্ছিলো উঠান ঝাড়ু দেওয়ার পর যখন শিশু রাফিয়াকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন বাড়ির লোকজনের সন্দেহ হলে পুকুরে খোঁজা খুজি করতে থাকে একপর্যায়ে রাফিয়া কে মৃত্যু অবস্থায় পুকুরের পানি থেকে তোলে।

ধারণা করা হচ্ছে সবার অজান্তে শিশুটি বাড়ির সামনে থাকা পুকুরের পাড়ে শানবাধা সিঁড়িতে বসে খেলা করছিলো খেলা করতে করতে এক পর্যায়ে সিলিপ কেটে পানিতে পড়ে ডুবে যায়।

[redacted]

[redacted]

হরিনাকুন্ডুতে বজ্রপাতে গৃহবধূর মৃত্যু

হরিনাকুন্ডুতে বজ্রপাতে মধুমালা (৪০) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। এই সময় তার সাথে থাকা দুইটা ছাগলও মারা যান।

বুধবার দুপুর ১২ টার দিকে উপজেলার জোড়াদাহ ইউনিয়নের হরিশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মধুমালা ওই গ্রামের মকছেদ আলীর স্ত্রী। তিনি দুই সন্তানের জননী।

স্হানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃষ্টি দেখে বাড়ির পেছনে বাঁশবাগানে বেধে রাখা ছাগল আনতে যান তিনি। ছাগল নিয়ে ফেরার পথে বজ্রপাতের শিকার হন।

হরিনাকুন্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সৌদিতে প্রবাসী গাংনীর কামরুজ্জামানের মৃত্যু

সংসারের সুখসাচ্ছন্দ ও নিজের ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে যৌবন বয়সে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের কামরুজ্জামান। ২২ বছরের প্রবাস জীবনে কামরুজ্জামান তার সংসারের সুখ ফেরাতে পারলেও নিজেকে ফেরাতে পারলেন না বাসভূমিতে।

বুধবার সন্ধ্যার দিকে সৌদি আরবের তায়েফের কিং আবদুল্লাহ্ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

কামরুজ্জামানের স্ত্রী রিনা খাতুন এতথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ৬ মাস আগে বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। আবারও প্রবাসে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর মধ্যে ফিরে আসার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু হার্টে সমস্যা দেখা দিলে হাসপাতালে ভর্তি হন। গত শনিবার ওই

হাসপাতালে তার হার্টে রিং পরানো হয়। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। হাসপাতাল থেকে বাসাতে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি।

কামরুজ্জামান গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের হাজী আব্দুল মান্নানের বড় ছেলে।

সৌদির আইন কানুন অনুযায়ী সব প্রক্রিয়া শেষ করে দেশে আনা হবে কামরুলের মরদেহ।

হরিণাকুণ্ডুতে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বজ্রপাতে বাবুল মন্ডল (৩৮) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে উপজেলার নারায়নকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি ওই গ্রামের ইছাহক মন্ডলের ছেলে।

নিহতের স্বজনরা জানান, ঘটনার সময় তিনি মাঠে নিজ ধানক্ষেতের পরিচর্যা করছিলেন। সে সময় প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। এক পর্যায়ে তিনি বজ্রপাতে আহত হন। এ সময় তার পুরো শরীর আগুনে পুড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাঠের ধানক্ষেতেই তার মৃত্যু হয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ বিষয়ে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

বিএনপি নেতার দাফন সম্পন্ন, মৃত্যুকে ঘীরে নানা গুঞ্জন

চেক ডিজঅনার মামলায় কারাাণÍরীণ অবস্থায় মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েল আহমেদের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়াকে কেন্দ্র করে মেহেরপুর শহরে শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন। বিএনপির নেতাদের দাবী কারাগারে বিএনপি নেতা তোফায়েলকে পরিকল্পিত হত্যা করা হয়েছে। তোফায়েলের মেয়ে তার বাবার মৃত্যুর জন্য সাংবাদিক মিজানকে দায়ী করে বিচার দাবী করেছেন।

এদিকে সোমবার বিকাল ৩ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামে নামাজে জানাযা শেষে ওই কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

এর আগে দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তার(আরএমও) নেতৃত্বে তিন সদস্যর চিকিৎসক দল ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে লাশের স্যাম্পল রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

ময়না তদন্তের প্রতিবেদন পেলে হত্যাকান্ড সম্পর্কে পরিস্কার জানা যাবে বলে জানিয়েছেন আরএমও মোকলেসছুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন স্তুরের নেতাকর্মী।

এই মৃত্যুকে হত্যাকান্ড দাবী করে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেন, একজন আসামি অসুস্থ হলে তাদের অভিভাবককে জানাতে হবে। তোফায়েল একজন রাজনৈতিক নেতা। তার দলীয় নেতাদের জানাতে হবে। সেটি না করে মৃত্যুর ২ ঘন্টা পরে পরিবারকে জানানো হয়েছে। এর সুস্পস্ট ব্যাখ্যা দাবী করেছেন কারা কর্তৃপক্ষের কাছে। একই সঙ্গে এ হত্যাকান্ডের সুষ্ঠ তদন্ত দাবী করেছেন।

নিহত তোফায়েল হোসেনের মেয়ে তাহমিন রুশদি অভিযোগ করে বলেন, আমার বাবার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। আমার বাবা মেহেরপুরের সাংবাদিক মিজানের (মিজানুর রহমান, তিনি অনলাইন পোর্টালের সাংবাদিক) কাছে থেকে আড়াই লক্ষ টাকা সুদের মাধ্যমে ঋণ নিয়েছিলেন।

সাংবাদিক মিজানকে সুদসহ আসল টাকা অনেক আগে পরিশোধ করা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি সুদের সুদের জন্য চাপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তাকে দেওয়া ব্যাংকের চেক ডিজঅনার দেখিয়ে আব্বুর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। সেই মামলায় আমার আব্বুর জেল হয়েছিলো। আমি সাংবাদিক মিজানের বিচার চাই।

তাহমিন রুশদি আরো বলেন, আমার বাবা সুস্থ ছিলেন। কখন কিভাবে অসুস্থ হলেন আমরা জানিনা। জেলখানা থেকে তার মৃত্যুর খবরও আমাদের জানানো হয়নি। রাত সাড়ে ১০ টার দিকে ফেইসবুক ও সাংবাদিকদের মাধ্যমে বাবার মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত হয়ে আমরা হাসপাতালে আসি। এরপর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে আমার বাবার মৃতদেহ পাই।

তবে, অভিযুক্ত সাংবাদিক মিজানুর রহমান বলেন, তোফায়েলের মেয়ের অভিযোগ ভিত্তিহীন। তোফায়েল আমার কাছে থেকে ৭ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সাবেক এমপি মাসুদ অরুন মিমাংসা করে দেওয়ার পর তিনি ৬ লাখ টাকার চেক দিয়েছিলেন। আমি সবার অনুরোধে তাকে ১ লাখ টাকা মাফ করে দিয়েছি। সেই চিক ডিজঅনার মামলায় তার ৮মাসের জেল হয়। তোফায়েল জেলে যাওয়ার পরেও মাসুদ অরুন আমাকে বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছে। আমি সেটা করতেও চেয়ছি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত রবিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কারাগারের নিজস্ব গাড়িতে করে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টা ২৫ মিনিটে তিনি মারা যান।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি এনআই আইনের একটি মামলায় ৮ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন। গত ৩০ মে তাকে আদালত কারাগারে পাঠায়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের বরাত দিয়ে জেল সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি মাইক্রো কার্ডিয়াক ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

কোটচাঁদপুর মাদক সেবীর কাইচির আঘাতে দিন মজুরের মৃত্যু

ভবঘুরে মাদক সেবীর কাইচির আঘাতে দিন মজুর সবুজ খান (৩৭) মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে কোটচাঁদপুর পুরাতন গরুর হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সুমন সর্দার জানান,সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে বাজারে যাচ্ছিলাম। এ সময় পাশের খালের উপরে আলম ও সবুজের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলছিল। কিছুক্ষন পর দেখি সবুজ বুক ধরে দৌড়াচ্ছে। আর আলম আরেক দিকে দৌড়াচ্ছে। পরে শুনতে পারলাম সবুজকে ছুরি মারা হয়েছে।

মৃত সবুজ খানের মামা বাবু বলেন,আমার ভাগ্নে কোন দিন খারাপ কাজ করত না। সে একটা ফ্রেস ছেলে। আগে কোটচাঁদপুরে দিন মজুরের কাজ করত। মাঝখানে ঢাকা চলে গিয়ে ছিল। সে ঢাকায় ব্যবসা করে। গেল সপ্তাহে বাড়িতে এসেছে। তাঁর সঙ্গে কোন শত্রুতা থাকার কথা না। তবে কেন খুন করল বুঝতে পারছি না।

তিনি বলেন,আলমের ছুরির আঘাত খেয়ে সে দৌড়ে আমার বাড়িতে আসে এবং আমাকে বলে মামা আলম আমাকে কাইছি দিয়ে বুকে মেরেছে বলতে বলতে মটিতে পড়ে যায় । পরে আমি তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যায়। ওই সময় সে বেচে ছিল। চিকিৎসা দেয়ার কিছুক্ষন পর সে মারা যায়। সবুজ খান কোটচাঁদপুর পুরাতন গরুর হাট এলাকার মৃত আব্দুর রহিমের ছেলে।

অন্যদিকে আলম হোসেন কোটচাঁদপুর সলেমানপুর দাসপাড়ার ঘড়ি ম্যাকানিক শামসুদ্দিনের ছেলে। জানা যায়, দীর্ঘ দিন ধরে সে মাদকে আসক্ত ছিলেন। কোন কাজ কর্ম করত না । বর্তমানে একটা সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে মাদকদ্রব্য বিক্রি করত বলে জানিয়েন এলাকাবাসী।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক শিরিন সুলতানা জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জীবিত অবস্থায় আসে। আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেছিলাম। কিছু ক্ষণ পর মারা যায়।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মঈন উদ্দিন বলেন,মাদক সেবীর ছুরির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কি কারনে এ ঘটনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে,যে আম বাগানে বসে সে নেশা করত। সেটা নিয়ে হয়ত দুই জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সবুজ কে ছুরি দিয়ে সে আঘাত করে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনার পর থেকে আলম এলাকা ছেড়েছেন। পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠিয়েছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুুতি চলছিল।

গাংনীর খাঁসমহলে সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

বিছানা থেকে সাপের কামড়ে মারা গেছেন জয়নাল হোসেন (৫২) নামের এক কৃষক। জয়নাল হোসেন গাংনী উপজেলার খাঁসমহল গ্রামের মৃত আব্দুল কাদের মুন্সীর ছেলে। সে পেশায় একজন কৃষক। তিন সন্তানের জনক সে।

আজ সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর) ভোর রাতের দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে মারা যান তিনি। রবিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে তার নিজ ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় বিছানা থেকে সাপে কাটে তাকে। এসময় পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সাপটিকে ধরে পরিবারের লোকজন মেরে ফেলেন।

পরিবারের উদ্ধৃতি দিয়ে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।